দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 JUL 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকা ভার্সিটি বাজেটে তিন কোটি টাকা ঘাটতি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। গতকাল বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধি-

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির বাজেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেছেন, অতীতের লাখ টাকার ঘাটতি এবার কোটির অংকে পৌঁছেছে। ঘাটতি যা হওয়া উচিৎ ছিল তারচেয়ে কম দেখাতে বাধ্য হয়েছি। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা চরম অসন্তোষজনক।

গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের অধিবেশনে কোষাধ্যক্ষ এ বাজেট পেশ করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিয়া।

পেশকৃত বাজেটে ১৯৮৯-৯০ সালের সংশোধিত বাজেটে ২ কোটি ৬২ লাখ ৩৫ হাজার ৫৩ টাকা উদ্বৃত্তসহ ৩১ কোটি ৯৩ লাখ ৯৬ হাজার ৯৫০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এতে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩২ কোটি ৯৪ লাখ ৪২ হাজার ১৪৪ টাকা এবং বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৮ লাখ ৯১ হাজার ১৪৪ টাকা।

'৯০-৯১ সালে মোট আয় দেখানো হয়েছে ৩০ কোটি ৮৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা। এর মধ্যে সরকার থেকে ২৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উৎস থেকে ৪ কোটি ২৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা আয় ধরা হয়েছে।

বাজেট বইয়ের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, '৯০-৯১ সালে রাজস্ব বাজেটের মূল বরাদ্দ বর্তমান অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ থেকে প্রায় এক কোটি ৪৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেতন ভাতা খাতে মূলতঃ এই ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা উপাদানসহ রাসায়নিক দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে কোন বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি।

কোষাধ্যক্ষ তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, '৮৮-৮৯ বছরে আগের বছরের তুলনায় ১৪.৭৬ শতাংশে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমান বছরে আগের বছরের তুলনায় মাত্র ৯.৭১ শতাংশে ব্যয় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং আগামী বছরের বিপুল ঘাটতি সত্ত্বেও বর্তমান বছরের তুলনায় ব্যয়বৃদ্ধি সম্ভব হবে মাত্র ৩.১৫ শতাংশে। অর্থাৎ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন এবং তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেহেতু কমানো সম্ভব নয়, তাই অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় আগের তুলনায় কমিয়ে কাজ চালাতে বাধ্য হবো।

বাজেট বক্তৃতায় আরো বলা হয়, বর্তমান বছরের মুদ্রাস্ফীতি অনুযায়ী যে পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যদি আগামী বছরের বাজেটে শুধুমাত্র সেই অনুপাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে চাইতাম, তবে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৩ কোটি থেকে ৬ কোটি টাকায় পৌঁছাতো। বস্তুতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক অবস্থা এমন এক চরম অসন্তোষজনক পর্যায়ে এসেছে, যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি।

সরকারী অনুদান না পাওয়া গেলে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য বক্তৃতায় তিনটি প্রস্তাব করা হয়। এগুলো হলো ষড়যন্ত্র ও অপচক্রান্ত বাস্তবায়নে তারা সহযোগিতা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপ্রতুল বরাদ্দ প্রসঙ্গে উপাচার্যের খোলামেলা ও পরিষ্কার বক্তব্য দাবী করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনিয়মের অপবাদ রয়েছে। কিন্তু কোন তদন্ত কমিটির রিপোর্টতো দেখি না। আগে ঘর ঠিক করে মাঠে নামুন। আত্মসমালোচনা করা দরকার।

ছাত্রদের বেতন, সিটভাড়া প্রভৃতি তিনগুণ বৃদ্ধি করা, সরকারের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ কোটি টাকার একটি এককালীন মূলধন অনুদান হিসেবে দেয়া ও বিনিয়োগ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে দেয়া সেবার গুণগতমান সংকোচন না করে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্ততঃ শতকরা দশভাগ ছাঁটাই করা। বাস্তবে এর কোনটি করা সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনা

বাজেট পেশের পর সিনেট সদস্যরা এর ওপর আলোচনা শুরু করেন। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ম. আক্তারুজ্জামান, অধ্যাপক মশিহুজ্জামান, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম (দর্শন), ডঃ এম এ মান্নান, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম, ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক আবদুল জব্বার মিঞা, অধ্যাপক এ টি এম জহুরুল হক, অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, মিসেস শামসি আরা হোসেন, মিসেস আনিস ফাতেমা ছাত্রনেতা আমানউল্লাহ আমান, ডঃ নূরুন্নাহার রহমান ও ডঃ শাহাদাত আলী। আলোচনাকালে বাজেটে অপ্রতুল বরাদ্দ ও ঘাটতির উল্লেখ করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এমন বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে যাতে আমরা মুমূর্ষু হয়ে পড়ে থাকি এবং সরকারের কৃপার পাত্র হয়ে থাকি। দেশের বাজেটকে আমরা গণবিরোধী বলছি। জাতীয় বাজেটে সরকারের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ও শিক্ষানীতির প্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট প্রণীত হয়েছে। তাই আজ প্রথম দাবী তুলতে হবে শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের ৮ শতাংশ ও বাজেটে মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে সরকারী দালাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু উল্লেখ করে বলা হয়, এ প্রতিষ্ঠানটি হওয়া উচিৎ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী; কিন্তু তা না হয়ে সরকারী আর্থিক অনিয়মের অপবাদ না থাকলে আমরা আরো জোর করে কথা বলতে পারতাম। 'কারো করুণা বা ভিক্ষা হিসেবে নয়, অধিকার হিসেবে অর্থ চাই' উল্লেখ করে বলা হয়, শোনা যায় কনভোকেশনে আচার্য আনা হলে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ কনভোকেশন কেন হয় না তা সকলেরই জানা। তাই এ ব্যাপারে জেনেও না জানার ভান করার কোন সুযোগ নেই।

গতকালের অধিবেশন বাজেট পাস না করেই শেষ হয় এবং আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।